কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে স্বাগতম

বাংলাদেশে আধুনিক কৃষি সম্প্রসারণ ব্যাপ্তি অর্ধ শতাব্দীর মত হলেও এর পেছনে শতাধিক বর্ষের ঘটনাবহুল ইতিবৃত্ত রয়েছে। ১৮৬২-৬৫ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার জন্য র্দুভিক্ষ কমিশন প্রথম কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে যার। ফলশ্রুতিতে ১৮৭০ সালে রাজস্ব বিভাগের অংশ হিসেবে কৃষি বিভাগের জন্ম হয়। পরবর্তীতে ১৯০৬ সালে স্বতন্ত্র কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সময়ে ঢাকায় মনিপুর (বর্তমান জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায়) কৃষি খামারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। যা ১০০০ একর জমি নিয়ে বিস্তৃত। খামারটি কৃষি বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। ১৯০৯ সালে উক্ত খামারের কৃষি গবেষণার জন্য একটা ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। ১৯১৪ সালে তৎকালীন প্রতিটি জেলায় একজন করে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে কোন কৃষি বিজ্ঞানে জ্ঞান সম্পন্ন কর্মকর্তা ছিলেন না। পরবর্তীতে ১৯৪৩ সালে সর্ব প্রথম বাংলাদেশ কৃষি কলেজ থেকে পাশ করা গ্রাজুয়েটগণ কৃষি বিভাগে যোগদান করেন এবং তখন থেকেই বাস্তবিকপক্ষে কৃষি সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়।

১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন (ভিএআইডি) প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সম্প্রসারণ শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড শুরু হয়, পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে উদ্ভিদ সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ১৯৬১ সালে বিএডিসি, ১৯৬২ সালে এআইএস, ১৯৭০ সালে ডিএইএম এবং ডিএআরই সৃষ্টি হলেও কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে তেমন কোন পরিকল্পিত সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকান্ডকে জোরদার করার লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তামাক উনণয়ন বোর্ড, হর্টিকালচার বোর্ড এবং ১৯৭৫ সালে কৃষি পরিদপ্তর (পাট উৎপাদন), কৃষি পরিদপ্তর (সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা) নামে ফসল ভিত্তিক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু একই কৃষকের জন্য বিভিন্নমুখী/ রকম সম্প্রসারণ বার্তা ও কর্মকান্ড মাঠ পর্যায়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সালে ফসল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে নিয়োজিত ছয়টি সংস্থা যথা ডিএ(ইএন্ডএম), ডিএ(জেপি), উদ্ভিদ সংরক্ষণ পরিদপ্তর, হর্টিকালচার বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড এবং সার্ডি একত্রিভূত করে বর্তমান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। কৃষি বিভাগ ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রবর্তিত ‘‘প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শণ (টিএন্ডভি) পদ্ধতির মাধ্যমে এবং ১৯৯০ সালের পর হতে অদ্যাবধি দলীয় সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের কৃষি ও কৃষককে অত্যন্ত সফলতা ও সুনামের সাথে সেবা প্রদান করেছে। পরিকল্পিত এবং অংশিদারীত্বমূলক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য ১৯৯৬ সালে নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি (এনএইপি) বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। বর্তমানে ৮টি উইং এর সমন্বয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ‘‘কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দায়িত্ব হলো সকল শ্রেনীর চাষীদেরকে তাদের চাহিদা ভিত্তিক ফলপ্রসু ও কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা যাতে তারা তাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে স্থায়ী কৃষি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।’’

এক নজরে শ্রীনগর উপজেলার কৃষি বিষয়ক তথ্যাবলীঃ

ক্র. নং	বিষয়	পরিমাণ	মন্তব্য
উপজেলার সাধারন তথ্য			
১।	উপজেলার মোট আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	১৯২.৩৯	
২।	পৌরসভার সংখ্যা	-	
৩।	ইউনিয়ন সংখ্যা	১৪ টি	
৪।	মোট মৌজার সংখ্যা	১০২ টি	
৫।	মোট গ্রামের সংখ্যা	১৪৭ টি	
৬।	মোট ব্লকের সংখ্যা	৪২ টি	
৭।	জনসংখ্যা (জন) ২০১১ সনের আদম শুমারী অনুযায়ী		
	ক) পুরুষ	১,২৭,৩৭৪ জন	
	খ) মহিলা	১,৩২,৫১৩ জন	
	মোট (ক+খ)	২,৫৯,৮৮৭ জন	
৮।	শিক্ষিতের হার (%)	৫৪ %	
৯।	মোট পরিবারের সংখ্যা	৫৭,৩৪৪ টি	
১০।	কৃষক পরিবারের সংখ্যা	৩০,৪৩৯ টি	
	ক) ভূমিহীন	৬,৫৮৮ টি	২১.৬৪ %
	খ) প্রান্তিক	১২,৬১১ টি	৪১.৪৩ %
	গ) ক্ষুদ্র	৮,১৩০ টি	২৬.৭০ %
	ঘ) মাঝারি	২,৭৩৫ টি	৮.৯৯ %
	ঙ) বড়	৩৭৫ টি	১.২৪ %
১১।	মোট জমির পরিমান (হেঃ)	১৯,২৩৯ হেঃ	
১২।	উপজেলার মোট আবাদি জমি (হেঃ)	১৭,০২৪ হেঃ	
১৩।	নীট আবাদি জমির পরিমান (হেঃ)	১২,৮৭৬ হেঃ	
১৪।	সাময়িক পতিত (হেঃ)	৪০০ হেঃ	
১৫	আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমান (হেঃ)	১২২ হেঃ	
১৬	জমি ব্যবহার (হেঃ)		
	ক) এক ফসলী জমি	৯,০৭০ হেঃ	৭০.৪৪ %
	খ) দুই ফসলী জমি	৩,৪৫৬ হেঃ	২৬.৮৪ %
	গ) তিন ফসলী জমি	৩৫০ হেঃ	২. ৭২ %
	মোট ফসলি জমি (ব্যবহারের ভিত্তিতে)	১৭,০২৪হেঃ	
১৭।	ফসলের নিবিড়তা (%)	১৩২.১৭%	
১৮।	মৌসুম ভিত্তিক জমি ব্যবহারের পরিমান (হেঃ)		
	ক) খরিফ-১	১,৯২৪ হেঃ	
	খ) খরিফ-২	১০০ হেঃ	
	গ) রবি	১৫,০০০ হেঃ	
	মোট	১৭,০২৪ হেঃ	
১৯।	জমির ধরন		
	ক) উচু	১৩০ হেঃ	
	খ) মাঝারী উচু	২৯৬ হেঃ	
	গ) মাঝারী নিচু	৩,৯০০ হেঃ	
	ঘ) নিচু	৪,৩০০ হেঃ	
	ঙ) অতি নিচু	৪,২৫০ হেঃ	
	মোটঃ	১২,৮৭৬ হেঃ	

২০	এ ই জেড নং, এ ই জেড এর নাম ও জমির পরিমাণ (হেঃ)			
	এ ই জেড নং	এ ই জেড এর নাম	জমির পরিমাণ (হেঃ)	
	৮	মিশ্র ব্রক্ষপূত্র ও মেঘনা পলল ভুমি	৪,৩৮৮	
	১০	সক্রিয় গংগা পলল ভুমি	১,৬৯০	
	১২	পুরাতন গংগা পলল ভুমি	৫,৮০১	
	১৫	আড়িয়াল বিল	৭,৩৬০	
২১	খাদ্য পরিস্থিতিঃ			
	ক) মোট জনসংখ্যা (জন)		২,৫৯,৮৮৭	
	খ) ১১ % শিশু বাদে মোট জনসংখ্যা		২,৩১,২৯৯	
	গ) খাদ্য প্রয়োজন (জন প্রতি ৪৬২.৫১ গ্রাম হিসেবে) মে. টন		৪৩,০২৮	
	ঘ) বীজ, গোখাদ্য ও অপচয় (খাদ্য উৎপাদনের ১১.৫৮% হিসেবে) মে.টন		৫,১৯৯	
	ঙ) মোট খাদ্যের প্রয়োজন মে. টন (গ+ঘ)		৪৮২২৭	
	চ) মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন মে. টন		৪৪,৯০০	(দানা জাতীয় শস্য)
	ছ) উদ্বৃত(+) ঘাটতি (-) মে. টন		(+) ১৮৭২	
২২	হিমাগার	সংখ্যা	মোট ধারণ ক্ষমতা (মে. টন)	মন্তব্য
		৩ টি	১৮,০০০	
২৩	বনভূমির পরিমান (হেঃ)		১,৭০০ হেঃ	
২৪	জলাশয়ের পরিমান (হেঃ)		৪৫০ হেঃ	
২৫	বসতবাড়ী (হেঃ)		২,৯৯৩ হেঃ	
২৬	শহরাঞ্চল(হেঃ)		৭০০ হেঃ	
২৭	ডিলার পরিস্থিতিঃ			
	বিসিআইসি সার ডিলার		১৯ টি	
	ইউনিয়ন সার বিক্রয় প্রতিনিধি		৩২ টি	
	বিএডিসি বীজ ডিলার		২১ টি	
	পাইকারী বালাইনাশক ডিলার		৩ টি	
২৮	নার্সারীর পরিসখ্যান			
	সরকারী নার্সারীর সংখ্যা		--	
	বেসরকারী নার্সারীর সংখ্যা		৫ টি	
	মোট		৫ টি	

সেচ যন্ত্রের সংখ্যা (বিদ্যুৎ ও ডিজেল)

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	ব্লক সংখ্যা	সেচ যন্ত্রের নাম	সেচ যন্ত্রের সংখ্যা					
				২০১৯-২০ এর ব্যবহার			২০২০-২১ এর লক্ষ্যমাত্রা		
				ডিজেল	বিদ্যুৎ	মোট	ডিজেল	বিদ্যুৎ	মোট
১	শ্রীনগর	৪২টি	গভীর নলকূপ	০	৮	৮	০	৮	৮
			অগভীর নলকূপ	৭৫২	২৫৭	১০০৯	৭৫০	২৫৯	১০০৯
			পাওয়ার পাম্প	১৪০	৫৪	১৯৪	১৪০	৫৪	১৯৪

উপজেলার অন্যান্য পরিসংখ্যান

- ক) মোট হাট বাজারের সংখ্যাঃ হাট- ১৬ টি এবং বাজার - ২৬ টি।
- খ) প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধাকতার পরিস্থিতি (লবনাক্ততা, জলাবদ্ধাত, খরা, ফ্লাস ফ্লাড)- জলাবদ্ধতার জন্য রবি মৌসুমে ফসল চাষ বিলম্বিত হয়। হঠাৎ অতি বৃষ্টির কারণে আলু ফসল মাঝে মাঝে মারত্বক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ্য হয়। অনেকসময় বন্যায় আড়িয়াল বিলের ধান তলিয়ে যায়।
- গ) বানিজ্যিকভাবে সম্প্রসারণ যোগ্য ফসল- আড়িয়াল বিলের মিষ্টি কুমড়া সমগ্র বাংলাদেশে বানিজ্যিক ভাবে সম্প্রসারণ হয়।
- ঘ) বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রযুক্তি/ ফসল (ভাসমান বেডে সবজি চাষ।)

উপজেলার খাদ্য চাহিদা সবজি, ফলমুল, ডাল, তেল ও মসলা উদ্ধৃত্ত/ঘাটতি

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	চাহিদা (টন)	উৎপাদন(টন)	ঘাটতি/উদ্ধৃত্ত (টন)
০১	দানাদার খাদ্য (৪৪২গ্রাম)	৪১৯২২৮	৪৪,৯৪০৪	(+) ২১৪৪
০২	সবজি (২০০ গ্রাম)	১৮৯৭১.৭৫	১১৩৩১৪	(+) ৬৬০১৩.৭৫
০৩	ফলমূল (১০০ গ্রাম)	৯৪৮৫.৮৭৬	১০২০	(−) ৮৭২০.৮৮
০৪	মসলা (২৫ গ্রাম)	২,৩৭১	৩৫৪	(−) ২,০১৭
০৫	ডাল (৬০ গ্রাম)	৫৬৯১.৫২৫	৫.৬	(−) ৫৬৮৬.৭৭
০৬	তেল (৩০ গ্রাম)	২৮৪৫৭৬৩	৩৯৭.১	(−) ২৬৭৬০০২

কৃষি যন্ত্রপাতি ঃ

উপজেলার নাম	ব্লকের সংখ্যা	২০২০-২১ সনে ব্যবহৃত কৃষি যন্ত্রের সংখ্যা (সম্ভাব্য)									
		ট্রাক্টর	পাওয়ার টিলার	কম্বাইন হারভেস্টার	রিপার	পাওয়ার থ্রেসার	ড্রাম সিডার	ব্রিকোয়েট মেশিন	হ্যান্ড স্প্রে মেশিন	ধান ভাংঙ্গার মেশিন	ভূট্রা মাড়াই যন্ত্র
শ্রীনগর	৪২ টি	০	৩২৫	৫	৯	১৬২	০১	৯ (নষ্ট)	৪৯২	১১৫	১